দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 12 MAR 1995 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ... ২ ...

৫৮

ভিন্নমত

বেসরকারী শিক্ষকদের সততা প্রসঙ্গে

গত ১৯ ফেব্রুয়ারি দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকায় মাহমুদুল বাসার বেসরকারী শিক্ষকদের সততা সম্পর্কে যে সমস্ত প্রশ্নের অবতারণা করেছেন, একজন বেসরকারী কলেজের শিক্ষক হিসাবে তার দু'একটি প্রশ্নের জবাব দিয়ে পরিস্থিতির ব্যাখ্যা দেয়ার আশা করছি। তিনি প্রথমেই বর্তমান অন্তঃসারশূন্য শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য নকল প্রবণতাকে দায়ী করেছেন। তাও ঢালাওভাবে বেসরকারী কলেজের কথা বলেছেন। কয়েকটি বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম দিয়ে একতরফা বেসরকারী কলেজের বিরুদ্ধে নকলের অভিযোগ কতটুকু যুক্তিযুক্ত? তিনি বার বার আর্থিক অবস্থার কথাটি সুকৌশলে এড়িয়ে গেছেন। কলেজের নতুন প্রবেশ করা একজন শিক্ষকের সর্বসাকল্যে সরকারের অনুদান ২২৪৫ টাকা, বাকি ৮৫৫ টাকা কলেজ কর্তৃপক্ষের দেয়া বেতন (যা অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই দিতে অক্ষম)। এই অবস্থায় নৈতিকতার কথা প্রশ্নসাপেক্ষ। দেখা গেছে, ভাল বেসরকারী কলেজ (যেমন-ঢাকা নটরডেম কলেজ) গুলোতে প্রতিবছরের ফল অত্যন্ত ভাল হচ্ছে। আমি মনে করি, বেসরকারী শিক্ষকদের নীতির কথা বলার আগে তাদের সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা দিতে হবে। নতুবা শিক্ষা-শিক্ষা বলে যত চিৎকারই করি না কেন তা প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসবে। পরিশেষে বলব বেসরকারী শিক্ষকরা এদেশেরই সন্তান। সুষ্ঠু, সুন্দর, সচ্ছল পরিবেশের নিশ্চয়তা পেলে তারাও "চলো চলো কচুয়া চলো" স্লোগান রোধ করতে এগিয়ে আসবে।

[redacted]
কিশোর পাল
প্রভাষক (হিসাববিজ্ঞান)
কক্সবাজার সিটি কলেজ
কক্সবাজার।